সংবাদ

তারিখ ... 29 JAN 2017
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

সুজানগর পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজ

রাতারাতি উধাও কলেজ শাখা ১৪০ শিক্ষার্থী ১৪ শিক্ষক'র ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

প্রতিনিধি, সুজানগর (পাবনা)

পাবনার সুজানগরে জাতীয়করণের ফাঁদে পড়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে কলেজ শব্দটি বাদ পড়েছে। অভিযোগ রয়েছে এ কর্মটি করেছে পাবনার সুজানগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ম্যানেজিং কমিটির একটি অংশ। এতে কলেজ বিভাগের ১৪০ জন শিক্ষার্থী ও ১৪ জন শিক্ষক- কর্মচারীর জীবনে ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে। গত বুধবার বিকেলে স্থানীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ভুক্তভোগীরা এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করে বলেন এ সব শিক্ষক কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় পদত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তারা বলেন, পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার পৌর এলাকায় সুজানগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ২০১২ সাল থেকে স্কুলের পাশাপাশি কলেজ শাখায় রূপান্তরিত হয়। কলেজ শাখাটি ০১/০৭/২০১০ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১২-১৩ শিক্ষা বর্ষের পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। যার স্মারক নং শিম/শা-১১/০৭/২০১০/৪৫৯। কলেজ কোড নং ৩৪০৩। ইআইএন নং ১২৫৭৫৪। কলেজটিতে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করছে। এসব শিক্ষার্থীরা দুইবার বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৮৩ ও ৮৪ ভাগ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। বর্তমানে ১৪০ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। ১১ জন শিক্ষক ও ৩ জন কর্মচারী ৬/৯/২০১২ সালে সরকারি সব নিয়মনীতি মেনে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অতি সম্প্রতি সরকার দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় স্কুল কলেজ জাতীয়করণের ঘোষণা দিলে আকস্মিকভাবে ম্যানিজিং কমিটি এই কাজটি করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণের কারণে রাতারাতি স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে কলেজ শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু স্কুল শব্দটি ব্যবহার শুরু করেছেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি মুল ফটকসহ সব প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে কলেজ শব্দটি মুছে ফেলেছেন। হঠাৎ অধ্যক্ষ অবসরে গেলে পুনরায় কমিটি অধ্যক্ষ নিয়োগ না দিয়ে সম্পূর্ণ জালিয়াতির মাধ্যমে বিধি ভঙ্গ করে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। বর্তমানে কলেজ শাখার শিক্ষক কর্মচারীদের বিভিন্ন কায়দায় স্বেচ্ছায় পদত্যাগের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দুজন শিক্ষককে পদত্যাগে বাধ্য করে সফলও হয়েছেন তারা। কান্নাজড়িত কণ্ঠে ভুক্তভোগীরা বলেন, ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা করে দিয়ে আমরা কলেজ শাখায় চাকরি নিয়েছিলাম। ভুক্তভোগী শিক্ষক-কর্মচারীরা ম্যানেজিং কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কলেজের ভুক্তভোগী শিক্ষিকা মোছা. শামিমা আক্তার, তাসলিমা নাসরিন, সাবিনা ইয়াসমিন, আঞ্জুয়ারা খাতুন, রওশনারা খাতুন, অফিস সহকারী রহিমা খান ও বিজন কুমার প্রমুখ।